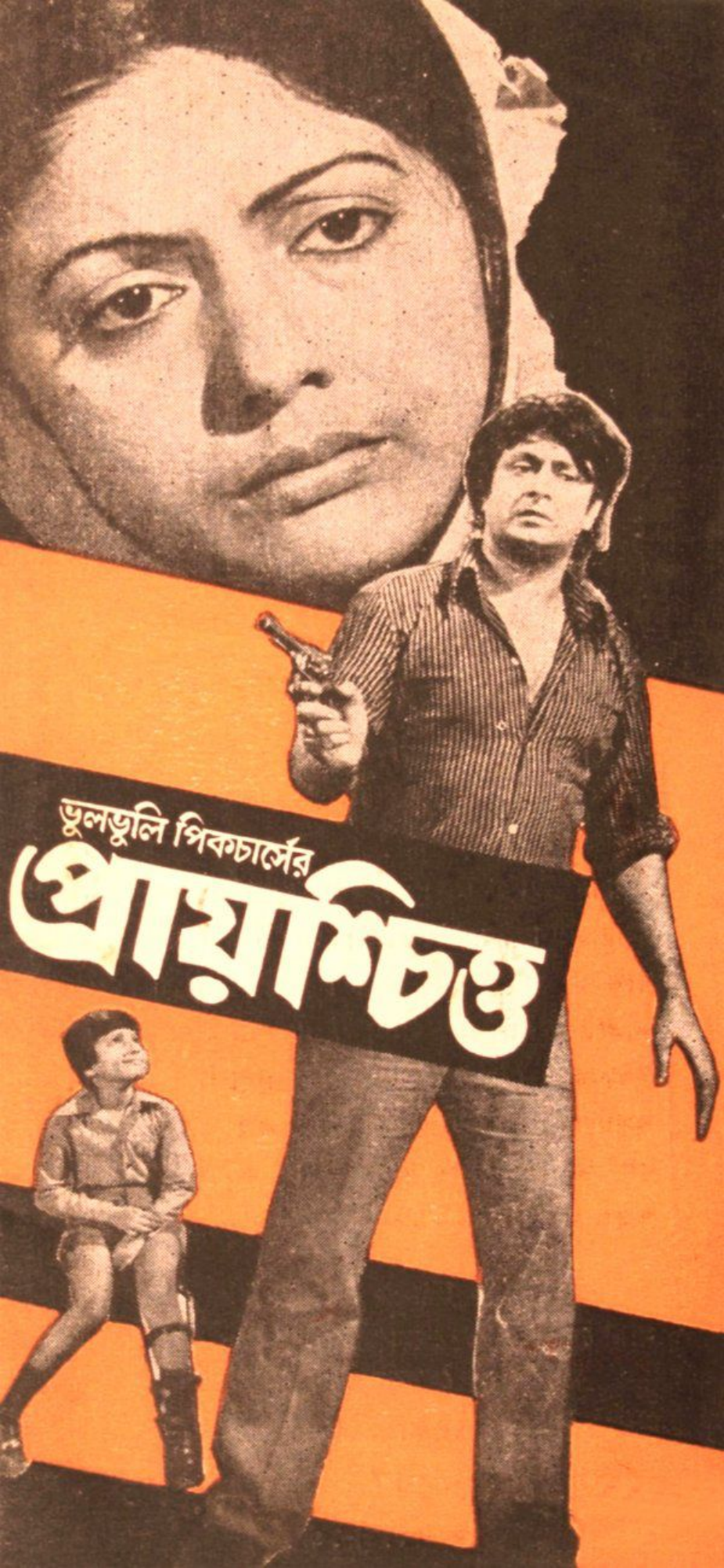
ভুলভুলি পিকচার্সের
প্রায়শ্চিত্ত

বন্দনা গাঙ্গুলী প্রযোজিত

ভুলভুলি পিকচার্সের প্রথম ছবি

প্রায়শ্চিত্ত

কাহিনী ও চিত্রনাট্য : **অঞ্জন চৌধুরী**

পরিচালনা—**অরবিন্দ মুখার্জী**

সঙ্গীত পরিচালক—**দিলীপ দিলীপ**

পুনর্শব্দযোজনা—দুর্গা মিত্র

গীতিকার—পুলক ব্যানার্জ ও অরবিন্দ মুখার্জী

প্রধান সহযোগী পরিচালক— অজিত চক্রবর্তী

মেক-আপ—গৌর দাস

শিল্প নির্দেশনা—বুদ্ধদেব ঘোষ

সম্পাদনা—অমিয় মুখার্জী

আলোকচিত্রগ্রহণ—বিজয় ঘোষ।

সহযোগী প্রযোজক—রত্না চক্রবর্তী, দুর্গাচরণ পাঠক

অভিনয়ে

রঞ্জিৎ মল্লিক ॥ সুমিত্রা মুখার্জী ॥ সমিত ভঞ্জ ॥ মহুয়া রায়চৌধুরী ॥ মাঃ স্বর্ণেন্দু ॥ অনুপকুমার ॥ বিকাশ রায় ॥ ছায়া দেবী ॥ কাকলী চক্রবর্তী ॥ বীরেন চ্যাটার্জী ॥ উমানাথ ভট্টাচার্য ॥ পান্না ॥ ডঃ বলাই দাস ॥ ডঃ কনিষ্ক সরকার । রথীন বসু ॥ মাঃ প্রশান্ত ॥ নীলকান্ত ব্যানার্জী ॥ অসীমকুমার বাসু সরকার ॥ মহঃ আব্বাস ॥ শান্তি চ্যাটার্জী ॥ অচিন্ত্য মজুমদার ॥ অশোক রায় ॥ দুলাল সাহা ॥ আর পি চ্যাটার্জী ॥ শ্যামানন্দ দাশগুপ্ত ॥ প্রদীপ চক্রবর্তী অনুপ কর্মকার ॥ পি কে পাল ও অন্যান্যরা।

ঃ নেপথ্য কণ্ঠ শিল্পী ঃ

মান্না দে, অরুন্ধতী হোমচৌধুরী, অনুপ ঘোষাল ও হৈমন্তী শুক্লা

—ঃ বিশ্ব পরিবেশনায় :—

মিতালী ফিল্মস (প্রাঃ) লিমিটেড

কলিকাতা-১৩

ঃ সহযোগী ঃ

পরিচালনা—তাপস গুহ

চিত্রগ্রহণ—পঙ্কজ দাস, স্বপন দত্ত, নূর আলি, যুগল সরকার

শিল্প নির্দেশনা—সুশান্ত সান্যাল

মেক-আপ—তারাপদ পাইন

ড্রেসার—কানাই দাস

প্রোডাকসন—শঙ্কর দাস. বুভী নায়েক

সম্পাদনা—অচিন্ত্য মুখার্জী

সঙ্গীত পরিচালনা—শৈলেশ রায়

সঙ্গীত গ্রহণ— বলরাম বারুই

আবহ সঙ্গীত—পাঁচুগোপাল ঘোষ, ভোলানাথ সরকার

শব্দ—বিনোদ ভৌমিক

আলো—দুখীরাম নস্কর, অনিল পাল, সতীশ হালদার, ব্রজেন দাস, মঙ্গল সিং, বেনুধর বিশোয়াল, মধুসূদন গোস্বামী

পরীক্ষাগারে—তাপস বসু, দুলাল সাহা, দিলীপ রায়, শীতল চ্যাটার্জী সন্তোষ মণ্ডল. খগেন মুখার্জী

কমল রায়ের তত্বাবধানে নিউ থিয়েটার্স ১নং ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং আর বি মেহতার তত্বাবধানে ইণ্ডিয়ান ফিল্ম ল্যাবরেটরিজে-এ পরিস্ফুটিত।

"নতুন খবর প্রেস" কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

ফোন : ৩৪-১৮৬৬/৩৬-৩৫১০

কাহিনী

ঘটনাচক্রে রজত রায়চৌধুরী এক পুলিশ অফিসারকে খুন করে ফেলে। খুন করার কারণ রজতের বন্ধুরা তলায় তলায় রাজনীতি করত। এক-দিন পুলিশ ওদের ধাওয়া করে, ছুটে পালাতে গিয়ে ওর এক বন্ধুর পিস্তলটা পড়ে যায় এবং রজতকে ওটা কুড়িয়ে নিতে বলে। পুলিশও রজতকে ধরবার চেষ্টা করে। এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে পুলিশের হাত থেকে বাঁচবার জন্য রজত এক পুলিশ অফিসারকে গুলি করে হত্যা করে ফেরার হয়।

রজত ঘুরতে ঘুরতে দেউলপুর গ্রামে এক বাড়ীতে অসুস্থ হয়ে আশ্রয় নেয়। সেই বাড়ীতে একটি বৃদ্ধা—একটি বিধবা বৌ ও তার পঙ্গু ছেলে বাবু থাকে। সেই বিধবা বৌ যার নাম মাধবী রজতকে ভাইয়ের স্নেহ-সেবায় সুস্থ করে তোলে আর বাবুও তার নতুন মামাকে ভালবেসে ফেলে। পরে রজত জানতে পারে ঐ বাবুর বাবাই সেই পুলিশ অফিসার যাকে সে খুন করেছে। রজত সংকল্প করে যে সে বাবুর পঙ্গু পা ভাল করে তুলবে।

শিলিগুড়ির কাছে এক চা বাগানে রজতের বন্ধু অভিজিত ম্যানেজারী করতো। রজত সেখানে অভি-জিতের সহায়তায় অনুপ গুপ্ত নামে চাকরি নেয় এবং চা বাগানের মালিক ত্রিদিববাবুর সাহায্যে তারই স্কুলে মাধবীর চাকরি ঠিক করে তাদের সেখানে নিয়ে আসে। এবার ত্রিদিববাবুর এক ডাক্তার বন্ধুর কাছে বাবুর পায়ের চিকিৎসা চলতে থাকে।

এদিকে রজত দেখলো—যে অভিজিতের সহায়তায় চাকরী পেয়েছে, সে চরিত্রহীন, মাতাল এবং বাগানের হাজিরাবাবু মোহন সিং-এর সঙ্গে যোগসাজস করে টাকা আত্মসাৎ করছে।

ভাবে কি মন সেই সে ছোঁয়ায়
সত্যি হবে সে স্বপ্ন
জীবনে জানি কোন একদিন
যেদিন হারাবো থাকবো হৃদয় জুড়ে

(৪)

কথা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ শিল্পী : অরুন্ধতী হোমচৌধুরী

শ্রাবণ যদি পথ ভেজাতো সময় না দিয়ে
পারতো কি ফিরে যেতে আমায় কাঁদিয়ে
যদি হৃদয় কথা কইত
হয়তো সে আজ পিছু ডাক দিতো
মনের বীণা ছন্দ দিতো সুর সাধিয়ে।
জানি না তো কোন জনমের
সে কোন দিনেতে
সব কিছুরই মরণ হলো খুশীর দিনেতে।
ভাবিনি তো কোনদিনও
এমন তিথি আসবে কখনো
স্মৃতির ছবি রাখতে হবে বুকে বাধিয়ে

হিসাব—অরুণ দাস
ব্যবস্থাপক—বীরেন মুখার্জী
প্রচার—বিমল মুখার্জী
সঙ্গীত গ্রহণ—সত্যেন চ্যাটার্জী
শব্দ গ্রহণ—রঞ্জিৎ দত্ত
পরিচয় লিখন—দিগেন ষ্টুডিও
পোষাক সরবরাহ—সিনে ড্রেস
আলোকচিত্র—ষ্টুডিও বলাকা
কেশ বিন্যাস—লেডীজ বিউটি কর্ণার

: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

মনীন্দ্র চক্রবর্তী (শিলিগুড়ি), ডি গুপ্তাজী ব্রাঃ (গড়িয়া)
গোপাল কুণ্ডু (,,), সাউথ এণ্ড স্কুল (কুদঘাট)
শেখর গুপ্ত (,,), জীবনলাল সু ষ্টোর্স (বেহালা)
লং ভিউ টি এষ্টেট (,,), ত্রিনাথ বস্ত্রালয় (,,)
আদর্শ হিন্দু হোটেল (,,) কাটার হোমস (,,)
নর্থ বেঙ্গল ডেকরেটর্স (,,)

এটা রজত পছন্দ করে না—এদিকে অভিজিতের বোন লীনার সঙ্গে তার একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এমন কি লীনা বাবুর পা সারাবার জন্য তিন হাজার টাকা ধারও দেয়—এতে অভিজিত চটে যায়।

অভিজিতের সঙ্গে রজতের সংঘাত শুরু হয়—চা বাগানের টাকা তছরূপ, নারী শ্রমিকদের শ্লীলতা-হানি ইত্যাদি নিয়ে। ফলে ক্ষুব্ধ অভিজিত কোল-কাতার পুলিশকে খবর দেয় আত্মগোপনকারী রজত সম্বন্ধে।

সেদিন রজত, বাবুর পা সম্পূর্ণ ভাল হওয়ার রিপোর্ট পেয়ে মনের আনন্দে দিদিকে মানে বাবুর মাকে খবর দিতে আসছে। সেই সময় তার পেছনে ধাবমান পুলিশ বাহিনীর ঝাঁক ঝাঁক গুলি ছুটতে থাকে।

এরপর কি ঘটলো আপনাকে রূপালী পর্দায় দেখতে হবে।

গান

(১)

কথা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ শিল্পী : মান্না দে

তুমি ছুটতে ছুটতে পৌঁছে যাবে অনেক অনেক দূর
তুমি সবার মাঝে সব খেলাতেই হবেই বাহাদুর
তোমার ক্ষতি যে করবে
তোমার হাতে বন্দী হয়ে নিজেই তখন মরবে
নেবে হৃদয় ভরে ওরা তোমার ভালবাসার ছোরা
যত দস্যু ডাকাত হবে সবার মরণটা মধুর
নিলো যে সব কিছু কেড়ে
সেই তো এখন সব হারাল শুধুই গ্রহের ফেরে
শুধু হাত বাড়িয়ে রেখে
চলে সে যে ডেকে
তার জীবন ভরে উঠলো বেজে ভালবাসার সুর

(২)

কথা : অরবিন্দ মুখার্জী ॥ শিল্পী : অনুপ ঘোষাল

নেই তেল সরষেতে আজ
তাতে ভূত বসে আছে
দিনের বেলা সতীরা ভাই
রাতে বাঈজী নাচেরে
ভূতের ভয়ে করবে তুমি যে রাম রাম
সেই রাম ভুলে গেছে বাপের নাম
কেন জানো—তাকে আজ ডিভোর্স করে
সীতা গেছে দশাননের কাছে
মিথ্যেকে আজ সত্যি করো
দিনকে করো রাত
তবেই তুমি দুনিয়াতে করবে বাজী মাৎ
আজকাল ভাল মানুষ মানেই বোকা
বুঝলে ভায়া—
ভদ্র হলেই ভীতু
সাধুরা তাই চোরের মত বাঁচে

(৩)

কথা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ শিল্পী : হৈমন্তী শুক্লা, মান্না দে

আকাশ খুঁজতে খুঁজতে
আমি চাঁদকে পাবই একদিন
এই পাহাড়ে চলতে চলতে
ঝর্ণা হবেই একদিন
গুণ গুণ গুঞ্জন তুলবে
ফুলেরই বুকে নীল ভ্রমরা
বলো না তুমি তখনও থাকবে কি গো দূরে।
বলবো কি বলবো না ভাবছি
তোমায় মনের কথায়
লিখবো কি লিখবো না ভাবছি
আমার মন ভরানো এই কবিতায়
ঝিম ঝিম ঝংকারে তুলবে
যেদিন মনেরই মাঝে
সেইদিন আমি শুধু নীরবে বাজবো সুরে সুরে।
দেখবো কি দেখবো না
স্বপনের ছবি চোখের পাতায়
জল্পনা কল্পনা সবি তো হলো

ঃ সহযোগী ঃ

পরিচালনা—তাপস গুহ

চিত্রগ্রহণ—পঙ্কজ দাস, স্বপন দত্ত, নূর আলি, যুগল সরকার

শিল্প নির্দেশনা—সুশান্ত সান্যাল

মেক-আপ—তারাপদ পাইন

ড্রেসার—কানাই দাস

প্রোডাকসন—শঙ্কর দাস, বুভী নায়েক

সম্পাদনা—অচিন্ত্য মুখার্জী

সঙ্গীত পরিচালনা—শৈলেশ রায়

সঙ্গীত গ্রহণ— বলরাম বারুই

আবহ সঙ্গীত—পাঁচুগোপাল ঘোষ, ভোলানাথ সরকার

শব্দ—বিনোদ ভৌমিক

আলো—দুখীরাম নস্কর, অনিল পাল, সতীশ হালদার, ব্রজেন দাস, মঙ্গল সিং, বেনুধর বিশোয়াল, মধুসূদন গোস্বামী

পরীক্ষাগারে—তাপস বসু, দুলাল সাহা, দিলীপ রায়, শীতল চ্যাটার্জী সন্তোষ মণ্ডল, খগেন মুখার্জী

কমল রায়ের তত্বাবধানে নিউ থিয়েটার্স ১নং ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং আর বি মেহতার তত্বাবধানে ইণ্ডিয়ান ফিল্ম ল্যাবরেটরিজে-এ পরিস্ফুটিত।

"নতুন খবর প্রেস" কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ৩৪-১৮৬৬/৩৬-৩৫১০

মিতালী ফিল্মসের

পরিবেশনায় আগামী ছবি

প্রকাশ চিত্রমের

রঙীন ছবি

সমরেশ বসুর

প্রেম ও

পরিচালনা : উমানাথ ভট্টাচার্য

সঙ্গীত : পবিত্র চট্টোপাধ্যায়